- ** শিশুশিক্ষা, অক্ষরব্রহ্ম, দেহতত্ব, আত্ম্যাধীক বিদ্যা।
- ** সনাতন ধর্ম্মীয় সদাচার এবং বিভিন্ন পূজা প্রদ্ধতি।
- ** নিত্য জীবনের রোগ-শোক-ভোগ হইতে মুক্তির পথ।

https://mahrishikalkimaharaj.wordpress.com/

ভূমিকাঃ
'আমরা সকলেই মানব জীবনে ঈশ্বরের গ্গান ধারণ করিতে চাই কিন্তু সঠিক শাশ্বত্‌ তত্ত্ব এবং সদ্‌গুরুর অভাবে মনুষ্য জীবনে বিষাদ্‌ পূর্ণ অবস্থা। তাই...

"শরীর আমার মন আমার,
কেন গ্গান আমার নয়!
শরীরকে ধরে মনকে ধরে,
মহাগ্গান আমাদেরই হয়।।

মনুষ্যধর্ম্ম জাগরণ মালোবাবা' কয়,
আত্ম্যাধীক বিদ্যা ধারণেই ধর্ম্ম গ্গান হয়।
তাই শরীরকে ধরও, মনকে ধরও,
শাশ্বত্‌ 'মনুষ্যধর্ম্ম' জাগরণ তুমি করও।।"
@মালোবাবা মহাবেদ।

[মানব জীবনে ঈশ্বরের সাধন-ভজন ও আত্ম্যাধিক বিদ্যা।।]

"ধর্ম্মযুদ্ধ' সপ্তাহিক পত্রিকা

ভাদ্র মাস ৫১২২কঃ/১৪২৮বঃ

প্রথম সংখ্যা- ২০টি মুদ্রিত;
দ্বিতীয় সংখ্যা- ২৫টি মুদ্রিত;
২৪শে, ভাদ্রঃ ১০-০৯-২০২১
(শুক্রবার-বৃহস্পতিবার)
লাইভ-সকাল ৯-১০ ঘঃ
নিত্য বৈকাল ৩-৪ ঘঃ

hak-fohh-mxa

বিরচিতঃ 'পরমবৈষ্ণব সদগুরু মহাঋষি মালোবাবা' (তাপস)।

!! ধর্ম্মযুদ্ধ লাইভ !!

hak-fohh-mxa

LIVE!

....@Malobaba

সনাতনঃ সত্যং ধ্রুব শাশ্বত।

ওঁ মালোবাবায়ৈঃ নমঃ ।।১০৮।।

ওঁ মালোবাবায়ঃ নমঃ ।।১০৮।।

সংসারং অতীতং এবং বাহ্য।

=========================

মানব জীবনের উন্নতি ।। মালোবাবা

=========================

তোমরা কি বলতে পারও
মানব জীবনের উন্নতি কাহারে কয়!
ডাক্তারী-পি.এইচ.ডি অবতিন্ন হইলেই কি!
মানব জীবনে উন্নতি করা বলা হয়।
তোমরা কি বলতে পারও
মানব জীবনের উন্নতি কাহারে কয়!
পূজিপ্রতি-ধণপ্রতি-রাজসিংহাসনে বসিলেই কি!
মানব জীবনে উন্নতি করা বলা হয়।
তোমরা কি বলতে পারও
মানব জীবনের উন্নতি কাহারে কয়!
মাষ্টার-ব্রেষ্টার-ইংজীনিয়ার হইলেই কি!
মানব জীবনে উন্নতি করা বলা হয়।
তোমরা কি বলতে পারও
মানব জীবনের উন্নতি কাহারে কয়!
সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী হইলেই কি!
মানব জীবনে উন্নতি করা বলা হয়।
জগতের যত শিক্ষিত বর্গগণ,
তোমরা কি জানাইবে আমায়!
মানব জীবনে উন্নতি কাহারে কয়!
জগতের যত শ্বাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ,
তোমরা কি জানাইবে আমায়!
মানব জীবনে উন্নতি কাহারে কয়!
জগতের যত মহাপদাধিকারীগণ,
তোমরা কি জানাইবে আমায়!
মানব জীবনে উন্নতি কাহারে কয়!
আছে যত সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীগণ,
তোমরা কি জানাইবে আমায়!
মানব জীবনে উন্নতি কাহারে কয়!
অমি এক অশ্বের শিশু
'তাপস' নামে মাতা-পিতার দান।
মাতা-পিতা রূপেই স্থুল জগতে
আছে মনে ছোট্ট একটি প্রশ্নের প্রাণ!
"মানব জীবনে উন্নতির ধ্যাণ-জ্ঞাণ!"
হে জগতের মাতা-পিতাগণ
স্থুল-সূক্ষ্ম-পরম প্রকৃতির জ্ঞানে,
তোমরা কি জানাইবে আমায়!
মানব জীবনের উন্নতি কাহারে কয়!
আমি এক অজ্ঞান পুত্র
তপস্যায় রত 'তাপস' মাতা-পিতার করি ধ্যাণ।
শরীরের স্থুল-সূক্ষ্ম-পরম প্রকৃতি
মাতৃ-পৃত্রির শক্তির দ্বারাই হয় সৃষ্টি
আমি 'তাপস' রূপে তাহারি করি ধ্যাণ।
তাপস রূপে 'মালোবাবার' এই ক্ষুদ্র-বৃহৎ জ্ঞান।

হে সদ্গুরু মহাঋষি মালোবাবা
তোমরা কি জানাইবে আমায়
মানব জীবনের উন্নতি কাহারে কয়!
আমি তাপস 'মালোবাবা' রূপের
তপস্যায় করি ধ্যান-জ্ঞান ও পূজা।
মাতা-পিতাই প্রথম গুরুর আর্শীবাদ
সর্ব্ব শ্বাস্ত্রে লেখা আছে সোজা।
সত্য যুগে মাতৃ-পৃত্রি পূজন
গণপ্রতি মহারাজের ছিল।
চার যুগের কালখন্ডে মানুষের
কিভাবে এইরকম তপস্যায় বিকৃতী হইল।
মানুষ শেষ্ঠ্য নারায়ণঃ পরাবেদকে জানিয়া।
তাপস শেষ্ঠ্য 'মালোবাবা' রূপে পূজন
বর্তমান জগতে পূর্ণরায় আনিয়া।
গণপ্রতি মহারাজ শেষ্ঠ্য হলেন,
মাতা-পিতা রূপের পূজনে।
স্থুল-সূক্ষ্ম-পরমে পুরুষ-প্রকৃতির পূজন
'মালোবাবা' রূপে সদ্গুরুর আদর্শ জ্ঞানে।।
মানব জীবন শেষ্ঠ্য জীবন
সেই সময়েতেই হয়।
যখন মানব জীবনে
ত্রিব্রহ্ম জ্ঞানের অনুভুতি হয়।।
'মালোবাবা' রূপের পূজনে
তাপস এই জ্ঞানই পায়।
আদর্শ সত্য সনাতন কর্ম্মে
এই পরমসত্য জ্ঞান-কর্ম্মই রয়।।
মালোবাবা বলে শোনও
মনুষ্যধর্ম্ম উন্নতির জ্ঞান।
তাহাতে সকল তাপসের হইবে পদউন্নতি
হইবে মানব জীবনের কল্যাণ।।
সকল মানব জাতির কল্যাণে
জীবাত্ম্যাই প্রথম পদউন্নতির সিড়ি।
মনুষ্যধর্ম্ম রক্ষায় মালোবাবার পূজন
সদ্গুরুর জ্ঞানে মনুষ্যাত্ম্যাই দ্বিতীয় পদউন্নতি
আমি তাপস হয়ে জানি।।
মানব জীবন শেষ্ঠ্য হয়
অধিভূত, অধিদৈব্য ও আধ্যাত্মীক জ্ঞানে।
অধিভূত তত্ব সকল স্থুল-সূক্ষ্ম প্রকৃতির জ্ঞানে।
মনুষ্যধর্ম্ম রক্ষা করাই মানবের পদ উন্নতি
সকল মানব জাতি তিন সত্য করি মানে।।
অধিদৈব্য জ্ঞান প্রাপ্তিতে দৈব্যশক্তি ধারণ হয়।
তখনি মনুষ্যাত্ম্যা হইতে দেবাত্ম্যা প্রাপ্তি
সদ্গুরু মহাঋষি মালোবাবা কয়।।

... পররবর্তী আংশ আগামী সপ্তাহে আসিতেছে।

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতণ্যঃ মহাপ্রভূং মালোবাবালন্দম। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম।।

!!স্বয়ংবল গুরুকুলের স্বরবর্ণ অক্ষরজ্ঞাণ!!

অ- অমর । অজগর । অহংকার

"অমর হইতে কষ্ট হয়, বিদ্যা, বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা পাওয়া যায়।"

আ- আত্ম্য । আম । আমি

"আমি আমার বলে কিছু নাই, আবার আমার দ্বারাই সকল কিছু করা হয়।"

ই- ঈষ্ঠ । ইঁদুর । ইন্দ্র

"ইস্ কি কষ্ট, ঈষ্ঠ দেবতার পুজায় সংসার তুষ্ঠ।"

ঈ- ঈগল । ঈশ্বর । ঈষাণ

"ঈগল পাখি অনেক ছিল, দিনে দিনে সকল কমে কোথায় চলে গেল।"

উ- উঁঠ । উত্তম । উত্তর

"উঠের পিঠে বসতে আরাম, চড়তে গেলে করতে হয় ব্যায়াম।"

ঊ- ঊষা । ঊমা

"ঊষার ভোঁরে সুর্য দেখা, চোখের দ্বারা ছবি আঁকা।"

ঋ- ঋণ

"ঋণ করও না তুমি ভাই, দিতে না পারিলে ভয় দেখায়।"

ৠ- ৠষি । ৠতু

"ৠষি যখন লেখা শুরু করে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত লিখে ছাড়ে।"

ঌ-ৡ

"ৡ-ঌ-কারে কালী মাতা শান্তির ভ্রাতা, বিশ্ব জননী মাতা ধরে আছে সংসারের মাথা।"

এ- একান্ত । এক্কাগাড়ী । একতারা

"এ-ভাই তুমি জানও কি! এই ঘর সংসারের জ্বালা কী।"

ঐ- ঐক্য । ঐরাবত

"ঐক্য বদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করও সকল উন্নতি সাধন করও।"

ও- ওঁ । ওল । ওঝা

"ও- আগে বলবে তো ও, ওঁ-কারের অংশ। তাইতো ইহার দ্বারা ধ্বংস হইয়াছিল কংস।"

ঔ- ঔষধ ।

"ঔ-এর দ্বারা ঔষধ, খেতে হয় ভারী বিস্বাদ।"

অং- অংশ ।

"অংশ দ্বারা যুক্ত হয়, পদার্থের দ্বারা জীবাংশ হয়।"

আঃ- আঃহা ।

"আঃ দ্বারা কষ্ট। আঃ দ্বারা উন্নতি। আঃ দ্বারাই স্পষ্ট ভাষা। আঃ দ্বারাই সংস্পর্ষে আশা, আঃ-ই আবার সকলের পিপাসা।"

সনাতনঃ সত্যং এব শাশ্বতা।।

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুঃ মালোবাবানন্দম। শ্রীশ্রীং নারায়ণঃ বিষ্ণুঃ তপস্যানন্দম।

ওঁ মালোবাবায় নমঃ ।।১০৮।।

সাধারণ স্বরবর্ণ ।। অক্ষরবর্ণে স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ
ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ
a ā i ī u ū ṛ ṝ ḷ ḹ
ē ai ō au aṁ aḥ

১৬+১৬=৩২টিবর্ণ
৪২+৩৪=৭৬টিবর্ণ
=============
৫৮+৫০=১০৮টিবর্ণ

মোট ১০৮ টি অক্ষরবর্ণ

অং আং ইং ঈং উং ঊং
ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং
ওং ঔং অঁ আঃ
aṁ āṁ iṁ īṁ uṁ
ūṁ ṛṁ ṝṁ Ḷṁ ḹṁ
ēṁ aiṁ ōṁ auṁ aṁ̐
āḥ

সাধারণ ব্যাঞ্জনবর্ণ ।। অক্ষরবর্ণে ব্যাঞ্জনবর্ণ

সংসারঃ অতীতং এব্ বাহ্য।

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ
ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ
ধ ন প ফ ব ভ ম য র়
ল ব শ ষ স হ ক্ষ ড় ঢ়
য় ৎ ◌ং ◌ঃ ◌ঁ .
ka kha ga gha ṅa
ca cha ja jha ña ṭa
ṭha ḍa ḍha ṇa ta
tha da dha na pa
pha ba bha ma ya
ra la ba śa ṣa sa ha
kṣa ṛa ṛha ẏa ṯ ṁ ḥ
m̐ .

কং খং গং ঘং ঙং চং
ছং জং ঝং ঞং টং ঠং
ডং ঢং ণং তং থং দং
ধং নং পং ফং বং ভং
মং যং র়ং লং বং শং
ষং সং হং ক্ষং
kaṁ khaṁ gaṁ
ghaṁ ṅaṁ caṁ
chaṁ jaṁ jhaṁ ñaṁ
ṭaṁ ṭhaṁ ḍaṁ
ḍhaṁ ṇaṁ taṁ
thaṁ daṁ dhaṁ
naṁ paṁ phaṁ
baṁ bhaṁ maṁ
yaṁ raṁ laṁ baṁ
śaṁ ṣaṁ saṁ
haṁ kṣaṁ

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দম্। শ্রীহরি নারায়ণঃ বিবন্ধু তপস্যানন্দম্।

=================================

দ্বাদশ সংস্কার বিধি !! মহাঋষি মালোবাবা

=================================

শুনও শুনও ঈশ্বর সন্তানগণ শুনও দিয়া মন।
মালোবাবার দ্বাদশ সংস্কার বিধিতে হইবে মনুষ্যধর্ম জাগরণ।।
দ্বাদশ সংস্কার বিধি মালোবাবার জ্ঞান-বিজ্ঞানে।
স্থূল-প্রবর্ত্ত-সাধক-সিদ্ধি মনুষ্যধর্ম জাগরণের জ্ঞানে।।
প্রথমেতে নাম সংস্কার দ্বিতীয় হইল মন্ত্রঃ।
নিত্য তোমায় দিতে হইবে একশতাংশ, তবেই হইবে জীবন্ত।।
তাহার পরেতে উপনয়ন সংস্কার গায়েত্রী সংস্কারের সহিত।
আর যাহা কিছু সংস্কার আছে সকলি হইল অতীত।।
জ্যোতির শ্রীরূপ সংস্কার, যপ তত্ব সংস্কারের সঙ্গে।
ষোড়ষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যপ তত্ব শরীরে মন ও আত্ম্য অঙ্গে।।
এই ছয় সংস্কার তত্ব স্থূল-প্রবর্ত্তের দেশে রয়।
মালোবাবার তত্ব জ্ঞানে মনুষ্যধর্ম জাগরণ হয়।।
যদি তুমি মনুষ্যধর্ম রক্ষা করিবার লাগী সাধক হও।
মালোবাবা'-র মন্ত্রে দীক্ষা-শিক্ষা সর্ব্ব প্রথম লও।।
তাহার পরেতে ধ্যাণ সংস্কার মালোবাবা বলে।
সাধু-সন্ত-মুনিগণ কুলকুন্ডলিনীর মাতৃ-পুত্রি শক্তিতে চলে।।
সাধন-ভজন ঠিক করিয়া সাধক যদি হও।
কায়-মন-বাক্য সংস্কার করিয়া সিদ্ধির দেশে যাও।।
সিদ্ধির দেশে প্রথম হইতে হইবে নববিদ্যা ও ভক্তি।
দশইন্দ্র ও দশদিক সংস্কারে মন ও আত্ম্যায় জাগিবে শক্তি।।
একাদশ ইন্দ্র সংযত ও বশ করিতে একাদশী সংস্কার করও।
মালোবাবার পূজা প্রদ্ধতিতে একাদশ নাম স্মরণ করও।।
আত্ম্যচিত্তানন্দ সংস্কার সৎচিত্তানন্দের কর্ম জ্ঞানে হয়।
মালোবাবার দ্বাদশ সংস্কারের জ্ঞান-বিজ্ঞানে মনুষ্যধর্ম্ম জাগরণ সর্ব্ব শ্বাস্থ্য কয়।।
জয় জয় জয় মালোবাবা, মালোবাবার জয়।
তুমি ত্রিগুণাতীত মাতা-পিতা, তুমি সৎ-চিৎ-আনন্দময়।।

সনাতনঃ সত্যং ব্রহ্ম শাশ্বত।।

দ্বাদশ সংস্কার বিধি

১। নাম সংস্কার
২। মন্ত্র সংস্কার
৩। উপনয়ন সংস্কার
৪। গায়েত্রী সংস্কার
৫। শ্রীরূপ সংস্কার
৬। যপ সংস্কার
(স্থূল দেশ ও প্রবর্ত্ত দেশ)
৭। ধ্যান সংস্কার — সাধনার দেশ
৮। কায়-মন-বাক্য সংস্কার
৯। নববিদ্যা ভক্তি সংস্কার
১০। দশইন্দ্র ও দশদিক সংস্কার
১১। একাদশী সংস্কার
১২। আত্ম্যচিত্তানন্দ সংস্কার
(সিদ্ধির দেশ)

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দন্য। শ্রীহরিঃ নারায়ণঃ বিষ্ণু তপস্যানন্দন্য।

ওঁ বালোবাবায়েং নমঃ ।।১০৮।।

সংসারঃ অতীতঃ এব মায়া।

==================

গণেশ পূজা মন্ত্রঃ

===================

ওঁ গাং গণপতেয়েং নমঃ !!৩!!

গায়েত্রীঃ

ওঁ তৎপুরুষায়েং বিদ্মাহে বক্রতুন্ডায়েং ধিমাহী তন্নঃ দন্তী প্রচোদয়াৎ ওঁ !৩!
ওঁ গাং গণপতেয়েং নমঃ !!৩!!

অঙ্গন্যাসঃ

ওঁ গাং হৃদয়ং নমঃ; ওঁ গীং শিরসে স্বাহা; ওঁ গুং শিখায়ৈ বষট্; ওঁ গৈং কবচায় হূং; ওঁ গৌ নেত্রায়াং বৌষট্; ওঁ গঃ করতাল পৃষ্টাভ্যা অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাসঃ

ওঁ গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ; ওঁ গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা; ওঁ গুং মধ্যমাভ্যাং বষট্; ওঁ গৈং অনামিকাভ্যাং হূং; ওঁ গৌ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট,; ওঁ গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যানঃ

ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র বদনং লম্বোদর সুন্দরম্, প্রস্যন্দম্মদগন্ধ লুব্ধ মধুপব্যালোল গন্ডস্থলম্। দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈ সিন্দুর শোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্। !৩!
ওঁ গাং গণপতেয়েং নমঃ !!৩!!

ধ্যাণঃ স্তুতিঃ

ওঁ বক্রতুন্ডা মহাকায়া সূর্য্যকোটী সমপ্রভাঃ।
নির্বিঅগ্নম্ কুর্ম্মেদেবঃ সর্ব্বেকালে সুদর্শিতাঃ।।
ওঁ গাং গণপতেয়েং নমঃ !!৩!!

নিবেদনঃ

এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায়েং নমঃ !৩!
এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ !৩!
এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ মূষিকায়েং নমঃ !৩!

গণেশের ধ্যানান্তেঃ নিবেদন্ মন্ত্রঃ

এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। ইদমাচমনীয় ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।

প্রণামঃ

ওঁ দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার মকরন্দ কণারুণা।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজ রেণবঃ।।
ওঁ একদন্তং মহাকায় লম্বোদর গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্।।
ওঁ গাং গণপতেয়েং নমঃ !!৩!!

ওঁ গাং গণপতেয়েং নমঃ !!৩!!

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দম্। শ্রীহরি নারায়ণঃ বিন্দু তপস্যানন্দম্।

!! অক্ষরবর্ণ-জ্যোতিরবর্ণ-আত্ম্যাধিক দেহতত্ত্ব পরাঃ বিদ্যা !!

মানব জীবন সামাজিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, মানব সমাজে "অক্ষরব্রহ্ম এবং আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যার" ক্রিয়া একান্তে প্রয়োজন যাহা আমাদের মনুষ্য জীবনকে দেবত্ব ও ঋষিত্ব জীবনের উন্নতি করতে সাহায্য করে। একটি সপ্তাহের তিন দিনের যোগ ক্রিয়ায় আমাদের মানব জীবনে সতেজতা ও আনন্দ বাড়িয়ে তোলে।
কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের প্রথমে 'অক্ষরব্রহ্ম এবং শিব যোগ' জ্ঞাণ থাকা আবশ্যক। এই যোগে শরীরের শুদ্ধি, মনের শুদ্ধি ঘটে যাহা 'কুলকুন্ডলিনী' শক্তি জাগরণের জন্য সাহায্য করে থাকে। স্বাস্থ্যঃ মন্ত্রের দ্বারা প্রথমে শরীরের শুদ্ধি ও পরে মনের শুদ্ধি করা দরকার যাহা সংসার জীবন ও অধ্যাত্মীক জীবনের উন্নতি করতে সাহায্য করে।
মালোবাবার যন্ত্র ও মন্ত্র সহযোগে মনুষ্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য স্মৃতি কোষ থেকে পাওয়া দেহতত্ত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

শব্দ, ধ্বনি ও অক্ষর সৃষ্টি রহস্যঃ

পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসে যখন সূর্য হইতে আলো পৃথিবীতে পৌছালো তখন প্রথমে আলো পৃথিবী স্পর্ষ করেই চারি দিকে প্রসারণ ঘটালো এবং পৃথিবীর অষ্ট ধাতুর সঙ্গে স্পর্যে প্রতিধ্বনিত হইল। অর্থাৎ আমরা জানি আলোক অংশে ১০টি রং বর্তমান যাহার কালো রংটি উষ্ম অবস্থায় থাকে। আলো ৯টি অংশ দ্বারা পৃথিবী স্পর্ষ করে ৪টি দিকে চললে ৯*৪ = ৩৬টি বর্ণ উৎপন্ন করে। আবার আলোর ৯টি অংশ পৃথিবীর ৮টি ধাতুর দ্বারা স্পর্ষ করে ৯*৮ = ৭২টি বর্ণ উৎপন্ন করে। এই সকল বর্ণ সংখ্যা মিলিত হয়ে ৩৬+৭২ = ১০৮টি শব্দ বর্ণ পাওয়া যায়। এই শব্দ বর্ণকে ধ্বনি আকারে পাওয়া যায় স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ রূপে। স্বরবর্ণ ৩৬টি অংশে এবং ব্যাঞ্জনবর্ণ ৭২টি অংশে ভিবক্ত। এছাড়া আরও কিছু উপসর্গ বর্ণ পাওয়া যায় " ৎ ং ঃ ঁ ।"

!ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্যদেবায়ং নমঃ!

= = = = = = = ===========

[NOTE: "বঙ্গ ভূমির বঙ্গ ভাষায় আছে কতও রস, পড়লে তুমি, জানবে তুমি, পাইবে মধুর আশ্বাস। আমি পড়ি, তুমিও পড়ও, পড়তে দাও সবাইকে। বঙ্গ ভাষার উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে দেও সকল বিদ্যার জায়গাতে।"]

সনাতনঃ সত্যং এব্ শাশ্বত।।

https://www.facebook.com/MaharishiMalobaba/

[NB: আগামী পর্বে এই সংখ্যায় আসিতেছে - "শিশুশিক্ষা-অক্ষরব্রহ্ম"]

"ধর্ম্মযুদ্ধ! সপ্তাহিক পত্রিকা" দ্বিতীয়পর্ব (২) ৫১২১কঃ/১৪২৮বঃ ১০/৯/২০২১

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দম। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম।।

সপ্তাহিক সময়সূচীর যোগপঞ্জী ।। বিভিন্ন ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান

==

দিন-যোগঃ (২৪-৩০ই ভাদ্র) শুক্রবার-ব্রহ্মযোগ ।। শণিবার-ইন্দ্রযোগ ।। রবিবার-বৈধৃতিযোগ ।। সোমবার-বিকুম্ভযোগ ।। মঙ্গলবার-প্রীতিযোগ ।। বুধবার-আয়ুষ্মানযোগ ।। বৃহস্পতিবার-শোভনযোগ ।।

অনুষ্ঠানঃ শ্রীশ্রীগণেশ পূজা, গণেশচতুর্থী, সৌভাগ্যব্রত, শ্রীকৃষ্ণকলঙ্কিনী ব্রত শুক্রবার।
শণিবার-ষট্পঞ্চমী ব্রত, ঋষিপঞ্চমী, রক্ষাপঞ্চমীব্রত, শ্রীশ্রীমনসাদেবীর অষ্টনাগ পূজা।
রবিবার-শ্রীশ্রীসূর্য্যষষ্ঠী, অক্ষয়ষষ্ঠী, রাত্রি ৭-৪৫ গতে অক্ষয়া স্নান।
সোমবার- ললিতাসপ্তমী ব্রত, উমা-মহেশ্বর পূজা।
মঙ্গলবার- শ্রীশ্রীরাধা অষ্টমী ব্রত দিবা ২-৫৪ মি। দুর্ব্বাষ্টমী,
বৃহস্পতিবার- লক্ষ্মীপূজা।

সংস্কারং অতীতং এব বায়া।

সৎসঙ্গ পাঠঃ
ওঁ সহনা ভবতুঃ সহনৌ ভুনক্তুঃ সহবীর্য্যাং করবাবহে। তেজস্বি না বধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।১।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়ে পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।২।

ওঁ অসত্য মা সৎ গাময়া।
তামসমা জ্যোতির গাময়া।
মৃত্যুর মা অমৃতমগাময়া।৩।

ওঁ মম্ ধ্যাণহি কর্ম্মঃ।
মম্ শিক্ষাহি জ্ঞাণম্।
মম্ দর্শণাহি সুদৃষ্টিতাঃ।
মম্ নামহ্ জাপ্যাহ্।৪।!!
!!ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ !!৩!!
www.Malobaba.com

প্রভাতে নারায়ণঃ মালোবাবায়ং জাগরণ মন্ত্রঃ

===================================

ওঁ উত্তেষ্ঠোত্তিষ্টঃ জাগ্রতম্ মহামানবম্
নরনারায়ণঃ রূপং মালোবাবায়ং জাগ্রতম্।
ত্যাজঃ নিদ্রাঃ শয়নং মালোবাবায়ং
ত্বয়ি উত্থীয়মানে চ্ উত্থিতং
সপ্তবিষ্ণুলোকে এব্ ভুবনত্রয়ম্।।

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ !!১০৮!!

মালোবাবায়ং নিদ্রাং শয়নং মন্ত্রং

=====================

ওঁ নিদ্রাং শয়নং জাগ্রতম্
নিদ্রাং স্বপ্নং বশিভুতম্।
নিদ্রাং শয়নং স্বপ্নং শূন্যম্
নিদ্রায়ং স্বপ্নং মালোবাবানন্দম্।।

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ !!১০৮!!

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ !!১০৮!!

'ধর্ম্মযুদ্ধ!' সপ্তাহিকপত্রিকা ২১'ইভাদ্রঃ ৫১২১কঃ/১৪২৮বঃ/৮-৯-২০২১খ্রীঃ

==

মালোবাবার যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নং

==

নব গ্রহের স্তুতি মালবাবার নবদ্বীপে বাস।
ষষ্ট ইন্দ্রের ষড় রুপু করিতে পারি বশ।।
অষ্ট সখীর অষ্ট চক্রে জাগরণ মানব জীবনের আঁশ।
একনিষ্ঠ একলক্ষ্য আত্মার পরমব্রহ্মেই মালোবাবার বাস।।
দুইটি রুপে যুগল তন্ত্রে ভজন সাধনই মালোবাবার জ্ঞাণ।
শূণ্য শ্রীরুপের আত্ম্য ধ্যাণেই আছে মালোবাবার প্রাণ।।
ষড় রুপুর ধ্যাণে জ্ঞাণে হয় গোসাইয়ের জ্ঞান।
এক আত্মায় একনিষ্ট হইয়া সঞ্চয় করও প্রাণ।।
একনিষ্ঠ একলক্ষ্য আত্মার পরমব্রহ্মেই মালোবাবার বাস।
ষষ্ট ইন্দ্রের ষড় রুপু করিতে পারি আমি বশ।।
জীবন মালোবাবার পরিপূর্ণ নাই মানব জীবনে কোন আঁশ।
সাবাই যানুক মালোবাবার এই ঠিকানায় সত্যানন্দ করে বাস
.........!! ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ !!১০৮!! ....

=====================================

দীক্ষা কি? দীক্ষা গ্রহণ করার আবশ্যকতা কোথায়?

=====================================

দীক্ষা সর্বকার্যে শুদ্ধিকারক। অদীক্ষিত কোন ব্যক্তি যদি আধ্যাত্মিকতার যেকোন কার্য করুক না কেন? তৎসমুদয়ের কোন মূল্য নেই। তাই প্রত্যেকে দীক্ষা গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত। দীক্ষা ব্যতীত কোন ভক্তকে ভগবান নিজেও দর্শন দেন না তা শাস্ত্রে বিধিত আছে।

দীক্ষা কি?

দীয়ন্তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনির্ভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।।
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কৃত্যা পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনির্ভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ।।
(রুদ্রযামল-যোগিনী তন্ত্রে)

অনুবাদঃ যে কার্য পাপক্ষয় করিয়া দিব্য জ্ঞান প্রকাশ করে, তাহাই দীক্ষা। প্রকৃতপক্ষে দীক্ষার অর্থ বর্ণ বা শব্দ বিশেষ, শ্রবণ করা নহে। বর্ণ বা বর্ণগুলি শব্দব্রহ্ম বা নাদব্রহ্ম বলিয়া পরিকীর্তিত আছে। সেই শব্দব্রহ্ম বা নাদব্রহ্মই বর্ণ। সেই বর্ণই ভগবানের নাম। নাম এবং নামী অভেদ, কিছুই প্রভেদ নাই। এইভাবে যেই নাম বা মন্ত্র গ্রহণ করা হয় তাহাই দীক্ষা। যিনি নামে এবং মন্ত্র এ মন্ত্রের অভীষ্ট দেবতাকে এক ভাবেন, তিনি প্রকৃত দীক্ষিত। দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলে শব্দব্রহ্ম বা নাদব্রহ্ম অভীষ্ট দেবতার না হয় এবং হৃদয়ে নিজ ইষ্ট দেবতার ভাব উদ্দীপন না হয়, তবে সেইরুপে মন্ত্র বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দীক্ষা বা মন্ত্র গ্রহণ শব্দ প্রয়োগ না করাই শ্রেয়ঃ। দৃঢ় বিশ্বাস বা ভক্তিই মূল। ...

সকল মাতৃ-পৃত্রির শ্রীচরণে নিবেদন রহিল

ভারতীয় দর্শণ শাস্ত্রেঃ এই প্রথম বার বৈবসৎ কালের ২৯'তম কাল খন্ডে পরমবৈষ্ণব সদগুরু মহাঋষি মালোবাবা দ্বারা প্রবচিত সনাতন শ্বাশত জ্ঞান-বিজ্ঞান মনুষ্যধর্ম্ম জাগরণের জন্য। পরমব্রহ্মঃ মালোবাবার দেহতত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রঃ পরিপূর্ণ করে মানবতাকে জাগরণ করে দেহ প্রকৃতির ও সমাজ সংস্কৃতির নতুন আধ্যাত্মিক আলোর দিশা দেখায়। সকল মানব জাতীর জন্য সনাতন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পূর্ন করার পেরণা যোগায়। মালোবাবার সকল মন্ত্রঃ ও দেহতত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্তমান সমাজের জন্য একান্ত ভাবে সংপ্রচার কারার জন্য এই 'ধর্ম্মযুদ্ধ' নামক পত্রিকাটি প্রকাশিত হইল সকল ঈশ্বর সন্তানদের তথা মনুষ্যপুত্রের জ্ঞান-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে।...

সনাতনঃ সত্যং এব শাশ্বত।।

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ।।১০৮।।

[NB: আগামী পর্বে এই সংখ্যায় আসিতেছে - "সদগুরুতত্ব"]

[মানব জীবনে ঈশ্বরের সাধন-ভজন ও আত্ম্যাধিক বিদ্যা।]

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ।।১০৮।।

"হঁরিং মালোবাবায়ং কৈল্লম্।
ওঁ মালোবাবায়ং কৈল্লম্।
তুমি মাতা-পিতা আনন্দম্।
তুমি সদ্‌গুরু জ্ঞানাঞ্জন।।"

সংস্কারঃ অতীতং এবং বাস্য।

বন্দেহং মহাপুরুষোত্তম্ মালোবাবায়ং

'পরমবৈষ্ণব সদ্‌গুরু মহাঋষি মালোবাবা' সুকৃত দ্বারা।

https://www.facebook.com/MaharishiMalobaba/

https://meet.google.com/hak-fohh-mxa

স্বয়ংবল গুরুকুল।।
SKARGurukuls।।
সত্য সনাতন বিজ্ঞাণ

satyadharmaYuddha.wordpress.com/

malobabaRadio.wordpress.com/

https://AnChor.Fm/MaloBaba

...'মনুষ্যধর্ম্ম' জাগরণের জন্য সহজ স্বাত্মিক পথ।

...বৈবসৎ' হইতে 'স্বাবর্ণী'-র ধর্ম্মরক্ষার পথ।

...শিশুশিক্ষার' জন্য আত্ম্যাধীক পরাঃ বিদ্যার পথ।

...মানব জীবনে শাশ্বত জ্ঞান-বিজ্ঞান ধারণের সহজ পথ।

...'মনুষ্যধর্ম্ম' জাগরণের 'মালোবাবা'র স্বাত্মিক পথ।

অনলাইনে সংযুক্ত হন।